গোঘাটে প্রধানশিক্ষককে মারধর ছাত্রের, বহিষ্কার অভিযুক্ত ছাত্র

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ ২০১৭-র মাধ্যমিক পরীক্ষায় হুগলির গোঘাটের শ্যামবাজার গোপালচন্দ্র সেন হাইস্কুলের ছাত্র কল্যাণ নন্দী মেধা তালিকায় স্থান করে নিয়ে শুধু স্কুলেরই নয়, এলাকার সমস্ত মানুষের মুখ উজ্জ্বল করেছিল। আর মঙ্গলবার ওই স্কুলেই ঘটে গেল এক লজ্জাজনক ঘটনা। স্কুলের ছাত্রের হাতে মার খেতে হল স্কুলের প্রধানশিক্ষককে। এই ঘটনায় স্কুলের প্রধানশিক্ষক রথীন্দ্রনাথ মণ্ডল গুরুতর জখম হয়েছেন। এরপরেই স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি তড়িঘড়ি মিটিং ডেকে ওই ছাত্রকে স্কুল থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। স্কুল সূত্রে জানা গেছে, সোমবার স্কুলে ভগিনী নিবেদিতার উপর এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। স্কুলের অনুষ্ঠান মঞ্চে যখন অনুষ্ঠান চলছিল তখন নাকি এক ছাত্র ও এক ছাত্রী স্কুলের দোতলায় থেকে গিয়েছিল। বিষয়টি স্কুল কর্তৃপক্ষ ভালো চোখে নেয়নি। কারণ এটি স্কুলের শৃঙ্খলা বিরুদ্ধ। এরপরেই

স্কুলের প্রধানশিক্ষক রথীন্দ্রনাথবাবু ও স্কুল পরিচালন সমিতির সভাপতি নিমাই মণ্ডল বাড়ি ফেরার পথে লোক মারফৎ ডেকে ওই ছাত্রের বাবার সঙ্গে দেখা করেন। তাঁকে মঙ্গলবার স্কুলে দেখা করার কথা বলেন। প্রধানশিক্ষক রথীন্দ্রনাথবাবু জানান, মঙ্গলবার স্কুলের একটি পিরিয়ড হওয়ার পরেই দ্বাদশ শ্রেণির ওই ছাত্র প্রধানশিক্ষকের রুমে ঢুকে যান। কেন তার বাবাকে অপমান করা হয়েছে সে ব্যাপারে কৈফিয়ৎ চায়। প্রধানশিক্ষকের সঙ্গে তুমুল বচসা শুরু হয়ে যায়। এরপরেই ওই ছাত্র প্রধানশিক্ষককে বেধড়ক মারধর করে। এই ঘটনায় তাঁর বাম হাতে, ঘাড়ে চোট লাগে। খবর পেয়ে স্কুলে ছুটে যান ওই ছাত্রের বাবা, ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি এবং বেশ কিছু অভিভাবকও। প্রধানশিক্ষক জানান, সকলে ওই ছাত্রকে ক্ষমা চাওয়ার কথা বললেও তার মধ্যে কোনও অনুতাপ দেখা যায়নি। এই ঘটনায় অন্যান্য অভিভাবক এবং ছাত্রছাত্রীরাও অভিযুক্ত ছাত্রের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়েন। তারা সকলেই ওই ছাত্রের শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। এমনকি ১০০ ছাত্রছাত্রী লিখিতভাবে ওই ছাত্রের কঠিন শাস্তির দাবি জানায়। এরপরেই স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি তড়িঘড়ি বৈঠকে বসে। ওই বৈঠকেই ছাত্রটিকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এবিষয়ে স্কুলের সভাপতি নিমাই মণ্ডল জানান, কিছুদিন আগেই এই স্কুল মাধ্যমিকে মেধাতালিকায় স্থান করে সারা রাজ্যের কাছে সুনাম অর্জন করেছে। সেই স্কুলেই একজন ছাত্র স্কুলের শৃঙ্খলা ভেঙে স্কুলের সম্মান নষ্ট করেছে। তাই ম্যানেজিং কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে ওই ছাত্রকে বহিষ্কার করেছে। অন্যদিকে ওই ছাত্রের বাবার বক্তব্য, তাঁকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল। তার আগেই ছেলে প্রধানশিক্ষকের কাছে যায়। তখন বচসার সময় প্রধানশিক্ষক ছেলেকে চড় মারে। এরপর ছেলে প্রধানশিক্ষকের চেয়ার উল্টে দেয়। যদিও ওই ঘটনার জন্য তিনি ও ছেলে দুজনেই ক্ষমা চেয়েছিলেন।

চাকরি করা নিয়ে দ্বন্দ্ব, হুগলিতে আত্মঘাতী গৃহবধূ

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি ঃ চাকরি করতে চাই না, শুধু স্বামী সন্তান নিয়ে সুখে ঘর সংসার করতে চেয়েছিল। হাওড়ার বালি শান্তিরাম লেনের গৃহবধূ জন্য কপালে জুটেছিল মার ও মানসিক নির্যাতন। দেওয়া হত ডিভোর্সের হুমকি। এই অপমান, লাঞ্ছনা সহ্য করতে না পেরে বৃহস্পতিবার উত্তরপাড়ার মাখলায় পালক পিতামাতার বাড়িতে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হন পারমিতা। শুক্রবার সকালে বন্ধ ঘরের দরজা ভেঙে পারমিতার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করা হয়। এই ঘটনায় মৃতার পালক পিতা কালিপদ দাস উত্তরপাড়া থানায় মেয়ের স্বামী কৌস্তভ বক্সী, শ্বশুর কৃষ্ণেন্দু বক্সী, শাশুড়ি ছন্দা বক্সী ও ননদ কমলিকা বক্সীর বিরুদ্ধে মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন ও আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ দায়ের করেছেন। ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্তরা পলাতক। দেড় বছর বয়স থেকেই পারমিতা তাঁর পালক পিতামাতা কালিপদ দাস ও বনানী দাসের কাছে মানুষ। তাঁরাই পারমিতাকে লেখাপড়া শিখিয়ে ইতিহাস নিয়ে এম.এ পাশ করিয়েছেন। রীতিমতো শিক্ষিতা পারমিতা তাঁর বান্ধবীর বিয়েতে গিয়ে কৌস্তভের মায়ের সাথে পরিচয় হয়। তিনি সরাসরি পারমিতাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। এরপরই পারমিতার পরিবার ও কৌস্তভের পরিবার আলোচনা করে উভয়পক্ষই এই বিয়েতে সম্মত হন। ২০১৬-র ২৪ নভেম্বর কৌস্তভের সাথে পারমিতার রেজিস্ট্রি বিয়ে হয়। রেজিস্ট্রি ম্যারেজের পর থেকেই পারমিতার স্বামী শ্বশুর, শাশুড়ি ও ননদ তাঁকে চাকরি করার জন্য চাপ দিতে থাকে। কিন্তু তিনি রাজি না হওয়ায় তাঁর উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালায় শ্বশুরবাড়ির লোকজন। এরপরই কৌস্তভ পারমিতাকে নিয়ে তাঁর কর্মস্থল ব্যাঙ্গালোরে চলে যায়। সেখানে কিছুদিন থাকার পর কৌস্তভ পুনেতে তার পরিচিত একটি অফিসে অ্যাডমিনিস্ট্রিটারের চাকরীতে ঢুকিয়ে দেয় পারমিতাকে। স্বামী ব্যাঙ্গালোরে, আর পারমিতা পুনেতে একা থাকতে থাকতে মানসিক অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েন। পারমিতার রোজগারের সিংহভাগ শ্বশুরবাড়িতে পাঠাতে বাধ্য করা হয়। পারমিতা স্বামীর কাছে সন্তান চেয়ে একসাথে থাকতে চান। তার জন্য তিনি পুনের চাকরি ছেড়ে দিতে চান। কিন্তু শ্বশুরবাড়ির লোকেরা হুমকি দেয় চাকরি ছাড়লে তাঁকে ডিভোর্স দেওয়া হবে। শেষ পর্যন্ত চাপ সহ্য করতে না পেরে পারমিতা চাকরি ছেড়ে দেন। স্বামী কৌস্তভ এরপর অক্টোবরের ২০ তারিখ পারমিতাকে মাখলায় তার বাপের বাড়িতে রেখে চলে যায়। এর কয়েকদিন বাদে পারমিতাকে ডিভোর্সের কাগজ পাঠিয়ে দিয়ে সই করে দেওয়ার জন্য শ্বশুরবাড়ির লোকজন হুমকি দেয়। এই অপমান সহ্য করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত তিনি আত্মহত্যা করেন। স্যুইসাইডাল নোটে পারমিতা তাঁর স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজনকে তাঁর মৃত্যুর জন্য দায়ী করে গেছেন।

আরামবাগে গ্রেফতার তৃণমূল নেতা লাল্টু

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ গ্রেফতার হলেন তৃণমূল নেতা আব্দুল আজিজ খান ওরফে লাল্টু। সেই সঙ্গে আরও দুই তৃণমূল কর্মী জালাল আলি খান ও বিশ্বম্ভর মিত্রকেও পুলিশ গ্রেফতার করেছে। মঙ্গলবার সকালে আরামবাগ বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে তাঁদের গ্রেফতার করা হয়। লাল্টু এবং জালালের বাড়ি আরামবাগের হরিণখোলার কৃষ্ণপুরে। অন্যদিকে বিশ্বম্ভরের বাড়ি বিরাটী। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতদের বিরুদ্ধে মারধর, বোমাবাজি, একাধিক মামলা রয়েছে। লাল্টুর বিরুদ্ধে মোট পাঁচটি অভিযোগ রয়েছে। উল্লেখ্য, লাল্টু বর্তমানে আরামবাগ ব্লকের তৃণমূলের যুব কার্যকরী সভাপতি। এছাড়াও তিনি পুরশুড়া বিধানসভার বিধায়ক প্রতিনিধি। গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে লাল্টু তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন। তার আগে তিনি দীর্ঘদিন সিপিআই দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাই তাঁর তৃণমূলে যোগদান নিয়ে তৃণমূল নেতা কর্মীদের মধ্যেই বিতর্ক ছিল। যদিও লাল্টু জানান, একাধিক মামলায় ফাঁসানো হয়েছে। আমার যদি কোনও দোষ থাকে তার যথাযথ বিচার হোক। আইন আইনের পথে চলুক।

ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুদিবসে তৃণমূলের রক্তদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ তৃণমূল কংগ্রেসের শাখা সংগঠন আই এন টি টি ইউ সির উদ্যোগে হুগলির আরামবাগ শহরের নিমতলায় ইন্দিরা গান্ধীর ৩৪তম মৃত্যুদিন উপলক্ষ্যে এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হল। এই নিয়ে ৩৩ বছর এই শিবির অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মৃত্যুর পর থেকেই জাতীয় কংগ্রেসের ব্যানারে এই অনুষ্ঠানটি হত। পরে উদ্যোক্তারা তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেওয়ায় তৃণমূল থেকেই প্রতিবছর এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, সংগীত প্রতিযোগিতা ইত্যাদি অনুষ্ঠানও হয়ে থাকে। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হুগলি জেলা সভাধিপতি মেহেবুব রহমান, বিধায়ক কৃষ্ণচন্দ্র সাঁতরা ও মানস মজুমদার, পৌরপ্রধান স্বপন নন্দী, উপপৌরপ্রধান রাজেশ চৌধুরী, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শিশির সরকার, তৃণমূল হুগলি জেলা নেতা আব্দুস সুকুর প্রমুখ।

সাপের কামড়ে মৃত কৃষক

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ সাপের কামড়ে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। মৃতের নাম কাশীনাথ দোলুই। বাড়ি হুগলির গোঘাটের বেতবনি গ্রামে। জানা গেছে, লক্ষীপুজোর পরদিন জমিতে ওষুধ দেওয়ার সময় তাঁকে একটি বিষধর সাপ কামড়ায়। এরপর তাকে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে কলকাতার শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। সেখানে চিকিৎসা চলাকালীন সোমবার রাতে তাঁর মৃত্যু হয়।

প্রধানশিক্ষকের বিদায় সম্বর্ধনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ মঙ্গলবার হুগলির গোঘাটের বালি হাইস্কুলে প্রধানশিক্ষকের বিদায় সম্বর্ধনা এবং একটি শ্রেণিকক্ষের দ্বারোদ্ঘটন অনুষ্ঠান হয়ে গেল। এদিন স্কুলের প্রধানশিক্ষক ড. কাজলচন্দ্র দে তাঁর দীর্ঘ কর্মজীবনের পর অবসরগ্রহণ করেন। এই উপলক্ষ্যে ছাত্রছাত্রীরা এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক মানস মজুমদার, অতিরিক্ত জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক তন্দ্রা নাগ, গোঘাট ২নং চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক শুভেন্দু কুণ্ডু, বালি হাইস্কুলের প্রাক্তন প্রধানশিক্ষক সমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, গোঘাট ১নং পঞ্চায়েত

সমিতির সভাপতি মৃণালকান্তি আলু, সহসভাপতি মনোরঞ্জন পাল, আরামবাগ পৌরপ্রধান স্বপন নন্দী, বালি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান প্রশান্ত কুমার পাত্র, বিদ্যালয়ের সভাপতি হরিনারায়ণ কোঙার প্রমুখ। জানা গেছে, অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণের জন্য বিধায়ক মানস মজুমদার তাঁর উন্নয়ন তহবিল থেকে ৪লক্ষ ৭৩ হাজার ৭৭৫ টাকা বরাদ্দ করেছিলেন।

আরামবাগ-কোটা রাস্তায় বাস চলাচল শুরু

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ রাস্তার বেহাল অবস্থার জন্য বাস চলাচল বন্ধ থাকার পর মঙ্গলবার পুনরায় বাস চলাচল শুরু হল আরামবাগ-কোটা রুটে। গোঘাটের ভিকদাস থেকে কোটা পর্যন্ত ১৩ কিমি রাস্তা। কিন্তু বন্যার জলে ওই রাস্তাটি একেবারে ভেঙে নষ্ট হয়ে যায়। বাস মালিকরা ওই রাস্তায় বাস চলাচল বন্ধ করে দেন। বাস এ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক বৈদ্যনাথ নন্দী জানান, রাস্তাটি আপাতত ঠিক করা হয়েছে ও বাস চলাচলের উপযুক্ত হয়েছে। তাই ওই রুটে পুনরায় বাস চালানো হচ্ছে। নকুণ্ডা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শ্যামলী ঘোষ জানালেন, রাস্তা ভালো করে মেরামতি করা হয়েছে। আগামী দিনে যাতে তাঁরা আরও ভালো পরিষেবা দিতে পারেন সেজন্য তাঁরা বদ্ধপরিকর। নকুণ্ডা কাত্যায়নী হাইস্কুলের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র সুমন ভট্টাচার্য জানালেন, এতদিন বাস না চলায় আরামবাগে টিউশনে পড়তে সাইকেলে করে যেতে হত। অথবা মান্দারণ, কামারপুকুর হয়ে আরামবাগ যেতে হত। এরফলে অধিক ভাড়া দিতে হত। দেড় ঘন্টা পড়ার জন্য পাঁচঘন্টা সময় নষ্ট হত। বাস চলাচল শুরু হওয়ায় আমাদের ভীষণ সুবিধা হবে। অন্যদিকে এলাকার মানুষের বক্তব্য, গত বছর ১৭ অক্টোবর নকুণ্ডা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিক্ষোভের সময় গোঘাট ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পিচ রাস্তা করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু একবছর পর পিচের বদলে মোরাম পড়েছে রাস্তায়। এই মোরাম কতদিন যাবে তা নিয়েও তাঁরা প্রশ্ন তুলেছেন। খুব তাড়াতাড়ি পিচরাস্তা করে দেওয়া না হলে তাঁরা আবারও বিক্ষোভে সামিল হবেন বলেও জানিয়েছেন।

ইন্দিরাগান্ধীর মৃত্যুদিন পালন

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ ১৯৮৪ সালে ৩১ অক্টোবর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যু হয়। তাই ওই দিনটি স্মরণ করে প্রতিবছরই জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তাঁকে শ্রদ্ধা জানানো হয়। মঙ্গলবারও তাঁর মৃত্যুদিনে হুগলির গোঘাটের কামারপুকুর লাহাবাজারে তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয় এবং তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষক গোপালমোহন চক্রবর্তী, ভবানীপ্রসাদ মণ্ডল, নিমাই কুমার গোস্বামী প্রমুখ। জানা গেছে, কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ১৯ নভেম্বর তাঁর জন্মদিনটিকেও নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে পালন করা হবে। এছাড়াও ওইদিন সারাদিন ধরে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

রাস উৎসবে মেতেছে ডোঙ্গলের দুই পাড়ের মানুষ

সৌম্যজিৎ নন্দী, আরামবাগ ঃ বন্ধুত্ব, ভালোবাসা মানুষের সৃষ্টির সময় থেকে চলে আসছে। ভালোবাসাবিহীন ও বন্ধুত্বহীন কোনও জীবন সম্পন্ন হতে পারে না। সেই দ্বাপর যুগে এক সুন্দর রাত্রিতে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সখীদের নিয়ে নৃত্য এবং লীলাখেলা করেছিলেন যা বর্তমান দিনে রাস উৎসব নামে পরিচিত। এখন সারা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় রাস পূর্ণিমার দিন রাস উৎসব পালিত হয়। সেই রকমই হুগলির আরামবাগের বড়ডোঙ্গল এলাকায় সাড়ম্বরে রাস উৎসব পালন হয়ে আসছে। এখানে বয়ে গেছে দ্বারকেশ্বর নদ। নদের পূর্ব পাড় আলুপট্টি এবং পশ্চিম পাড়ে ডোঙ্গল হাটতলা এই দুই জায়গাতেই পৃথকভাবে রাস পালন হয়ে থাকে। এছাড়াও রাস উৎসব উপলক্ষ্যে এখানে মেলাও বসে। আরামবাগ থানার বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ হাজির হন রাস উৎসবে। হাটতলায় রাস উৎসবের জন্মলগ্ন থেকেই সভাপতি আছেন সুকুমার সর্দার। তিনি জানান, রাস উৎসব তাঁরা নাকি খেলার ছলে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আর সেই রাস এবছর ৪৫ বছরে পর্দাপন করেছে। তিনি আরও জানান, ৪৫ বছর আগে

তাঁরা হরিনাম সংকীর্তন করতে যাওয়ার সময় একটা লোক নাকি তাঁদের পাঁচ টাকা উপহার দেন। অন্য আর এক ব্যক্তি দেন ১০ টাকা। এভাবেই তাঁদের ৭৫ টাকা আদায় হয়েছিল। তাঁরা বুঝেছিলেন যে অর্থই অনর্থের মূল। এই যে টাকাটা উঠেছে সেটা তাঁরা কি করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। তাই তখন তাঁরা রাস উৎসব করার সিদ্ধান্ত নেন। তখন মাটিতে যাত্রা হতো। পরে মঞ্চ তৈরি করা হয়। এখন তা বিশাল আকার ধারণ করেছে। তিনি আরও জানান, যে বর্তমানে গ্রামবাসীদের সহযোগিতাতেই রাস এত বড়ো হয়েছে। এই রাস কমিটির নতুন সম্পাদক কৃষ্ণেন্দু চক্রবর্তী জানান, বড়ডোঙ্গল বীনাপাণি অপেরা প্রতিষ্ঠিত এই রাস ৪৫ বছর ধরে উদ্‌যাপন হয়ে আসছে। রাস পূর্ণিমার দিন বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের আগমনের মধ্যে দিয়ে এই রাস উদযাপন হয়। এই রাসে স্থানীয় এলাকার বাদেও নানা জায়গা থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ ভিড় করেন। এই রাস উপলক্ষ্যে মেলা এবং প্রত্যহ সন্ধ্যায় নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। রাসের ঠাকুর সম্পর্কে তিনি বলেন, ডোঙ্গলের পাশের পাড়া রামপাড়া, সেখানে অনেক মৃৎশিল্পী বসবাস করেন। তাঁরাই স্বেচ্ছায় অনেক অনেক ঠাকুর দান করেন। সেই মূর্তিগুলি নিয়ে রাস উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। রাস উপলক্ষ্যে দুঃস্থ ব্যক্তিদের কম্বল দানও করা হয়ে থাকে। তবে ডোঙ্গল আলুপট্টির রাস উৎসব এই বছর ২৭ বছরে পদার্পন করেছে। এই রাসের সৃষ্টি হিসাবে সুকুমার সর্দার জানান যে, তাঁদের ক্লাবের এক সদস্য যাত্রা করতেন। তিনি একবার দাবি করেছিলেন যে, যাত্রাতে তিনি তাঁর পছন্দ মতো পাট নেবেন। কিন্তু যিনি পরিচালক তিনি দিতে রাজি হননি। তাই ওই ব্যক্তি বলেন, তিনি এপার ছেড়ে ওপারে গিয়ে রাস উৎসব পালন করব। তাই তিনি মনোমালিন্য করে ওপরে অর্থাৎ ডোঙ্গল আলু পট্টি রাস প্রতিষ্ঠা করেন। তবে আলুপট্টি রাস কমিটির সেক্রেটারি অরুণ পান বলেন, আমাদের এখানে রাস প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৯১ সালে। এইবছর ডোঙ্গল হাটতলা রাসের মেলায় কিছু দোকানদারের মনোমালিন্য হয়। তখন তাঁরা ওপার থেকে ওঠে এসে এপারে বসেন। তখন থেকেই সূত্রপাত হয় এই রাসের। তিনি দীর্ঘ সাত বছর এই রাস কমিটির সম্পাদক আছেন। তবে এখানে রাসের বিশেষ গুরুত্ব হলো যেদিন রাস প্রতিষ্ঠা হয় সেদিন প্রায় কয়েক হাজার বাচ্চা মেয়ে রাসমঞ্চের পাশেই একটা শিবমন্দির আছে। এই শিবের মাথায় তার জল ঢালে। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই রাস সম্বন্ধে ঠাকুর নির্মাতা জীবন রাম, সনাতন রামেরা জানান, যে রাম পাড়ার প্রায় সকলে মিলে খুশি হয়ে আমার রাস উৎসবে বিভিন্ন মূর্তি দিয়ে থাকি প্রায় বিনামূল্যে। এইভাবেই বেশ জমকালোভাবে পালিত হয়

নিরোগ ডায়গনষ্টিক
আরামবাগ, কোর্টরোড, হুগলী
Ph : 03211-256950
Mob. 9732843677
MRI
3D Multi Slice CT Scan
Digital X-Ray
Colour Doppler
Ultrasonography
Echocardiography 2DM Mode & colour
Holter Monitor
Endoscopy
Colonoscopy
EMG
NCV
EGG
Pathology
FNAC

ইউনানী ও হার্বাল চিকিৎসাকেন্দ্র
জয় ক্লিনিক
মহিলা ও পুরুষের যে কোনও জটিল ও পুরাতনরোগ, স্ত্রীরোগ, যৌন রোগ, চর্মরোগ, গোপন রোগ, চেহারায় লাবণ্য, চুলের সমস্যা, রোগা থেকে মোটা ও মোটা থেকে রোগার সুচিকিৎসা করা হয়।
বিঃদ্রঃ- গোপনে মদ ছাড়াইবার ওষুধ দেওয়া হয়। ১০ দিনে পরিবর্তন।
ডা. এন কে রায়
ফোনে যোগাযোগ করুন-৯৪৩৩২৭৬১০৬/ ৭৫০১৩৩০২০৭ /৯৪৩৩১৫৬৭৩১
কলিকাতা দমদম, আরামবাগ, হেড়িয়া, উদয়নারায়ণপুর, শ্যামপুর

বেড়াতে আসুন কামারপুকুরে
কামারপুকুর মঠের মেইন গেটের পাশে থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে
ঃ যোগাযোগ ঃ
বাসুদেব লজ, কামারপুকুর
ফোন ঃ ৯৭৩৩৫৯৫৬৬৯

কামারপুকুর আর্টমিউজিয়াম ও হুগলি গ্রামীন জেলা পুলিশের যৌথ উদ্যোগে-
রাজ্যব্যাপী বসে আঁকো প্রতিযোগিতা
স্থান:- কামারপুকুর কলেজ মাঠ ... সময়:- দুপুর ১-৩০ মিনিট থেকে ৩টা
সহযোগিতায়- কামারপুকুর ভি.এস.বি ক্লাব
প্রতি গ্রুপে ১ম, ২য়, ৩য় ছাড়া ৩০ জনকে সান্ত্বনা পুরস্কার (সর্বমোট ১২টি বিভাগে প্রতিযোগিতা হবে)
সকল বিভাগের বিষয়- যেমন খুশি আঁকো
নাম জমা দেবার শেষ তারিখ ০১/১২/২০১৭ (নিকটবর্তী অঙ্কন শিক্ষক অথবা-ONLINE)
বিস্তারিত জানার জন্য- ওয়েবসাইট-www.artmuseum81.org অথবা
Facebook-BASUDEB DEY/ 9735195716 * M- 9735195716